ঘোষণা

আমি **'বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বিন্যাস ও প্রকাশরীতি (১৯৮০-২০০০)'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এটি ড. দীপক কুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

শেখর সরকার

(শেখর সরকার)

গবেষক,

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক দীপক কুমার রায়
উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকঘর : রায়গঞ্জ,
জেলা : উত্তর দিনাজপুর,
সূচক - ৭৩৩১৩৪,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

স্মারক নং : .....

তারিখ : .....

শংসাপত্র

শেখর সরকার আমার তত্ত্বাবধানে **'বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বিন্যাস ও প্রকাশরীতি (১৯৮০-২০০০)'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। যতদূর জানি এই অভিসন্দর্ভ তাঁর মৌলিক রচনা।

এটিকে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (বাংলা বিভাগ) পরীক্ষার জন্য দাখিল করার উপযুক্ত বিবেচনা করি। আমি শেখর সরকারের সাফল্য কামনা করি।

২২.১২.২০২৫

(অধ্যাপক দীপক কুমার রায়)
Vice-Chancellor
Raiganj University

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language	Bangla
Submission Information	
AuthorName	Shekhar Sarkar
Title	BanglaChotogolperbishoybinyashoprokeshriti(1989-2000_1201252
Paper/SubmissionID	2023-12-12 12:52:37
Submission Date	Thesis
Result Information	
Document type	
Similarity	0%

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

শেখর সরকার

১২.১২.২০২৩

(অধ্যাপক দীপক কুমার রায়)

Vice-Chancellor

Raiganj University

কুম্ভীলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

আমি শ্রী শেখর সরকার **'বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বিন্যাস ও প্রকাশরীতি (১৯৮০-২০০০)'** শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছি। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, আমি এই গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুম্ভিলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিনি।

শেখর সরকার

(শেখর সরকার)

গবেষক,

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক দীপক কুমার রায়
উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকঘর : রায়গঞ্জ,
জেলা : উত্তর দিনাজপুর,
সূচক - ৭৩৩১৩৪,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

স্মারক নং : .....

তারিখ : .....

কুম্ভীলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

আমার সর্বোত্তম জ্ঞান এবং ধারণা অনুযায়ী জানানো হচ্ছে যে, শ্রী শেখর সরকার তাঁর **'বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বিন্যাস ও প্রকাশরীতি (১৯৮০-২০০০)'** শিরোনামের এই গবেষণাকর্মে কোনোরূপ কুম্ভীলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

২২.১২.২০২৪

(অধ্যাপক দীপক কুমার রায়)
Vice-Chancellor
Raiganj University

প্রাক্‌কথন

গল্পের প্রতি আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই। ছোটবেলায় মায়ের মুখে বিভিন্ন ধরনের গল্প শুনেছি। কখনো রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, কখনো ভূতপ্রেতের গল্প, আবার কখনো মায়ের তৈরি করা গল্প। গল্প শুনে কখনো তন্ময় হয়ে থেকেছি, আবার অনেক সময় ভয় পেয়েছি। কিন্তু গল্প শোনা থেকে বিরত থাকি নি। স্কুলে পড়ার সময় বাংলা বইয়ের গদ্যাংশগুলো সবথেকে বেশি ভালো লাগত। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে কিছু ছোটগল্প পাঠ্য ছিল। আমার পরিষ্কার মনে আছে লাইব্রেরি থেকে 'গল্প সঞ্চয়ন' বইটা তুলে সারাবছর নিজের কাছে রেখেছিলাম। কিছুদিন পরপর শুধু রি-ইস্যু করে যেতাম। ছোটগল্পের প্রতি ভালোলাগা তখন থেকেই। পরবর্তীকালে যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়তে আসি, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রচুর ছোটগল্প পড়ার সুযোগ হয়। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার মধ্য দিয়ে ছোটগল্পের ধারণা স্পষ্ট হয়।

এম.এ পাশ করার পর নেট-সেট পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় অনেকগুলো ছোটগল্প পড়তে হয়েছিল। একটা ছোটগল্পের মধ্যে যে এত কথা লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা এইসময় বুঝতে পারি। ক্রমেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশক বাংলা সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়পর্বে বেশ কিছু সাহিত্য আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। যার সূত্রপাত হয়েছিল বিমল করের 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পুস্তিকার মধ্যে দিয়ে। এর পাশাপাশি 'হাংরি' আন্দোলন, 'শ্রুতি' আন্দোলন, 'শাস্ত্রবিরোধী' আন্দোলন, 'ধ্বংসকালীন সাহিত্য' আন্দোলন, 'নকশাল' আন্দোলন, 'নিম সাহিত্য' আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হলে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে বেশ কিছু আইনকানুন চালু করে। এই সমস্ত বিষয় সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেইসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের ছোটগল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়নের প্রভাব, ভোগবাদী জীবনদর্শন, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রযুক্তিবিদ্যার আগ্রাসনের কথা। এই বিষয়গুলি আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। সিদ্ধান্ত নেই ১৯৮০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের ছোটগল্প

নিয়ে গবেষণা করার। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায় মহাশয়ের কাছে আমার গবেষণার ইচ্ছা প্রকাশ করি। উনি এককথায় রাজি হয়ে যান এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে খোঁজখবর নিতে বলেন এই বিষয়ে কোনো গবেষণা হয়েছে কিনা তা জানার জন্য। স্যারের কথামতো কাজ করি। তারপর 'বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বিন্যাস ও প্রকাশরীতি (১৯৮০-২০০০)' এই শিরোনামে আমার রেজিস্ট্রেশন হয়।

আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার জন্য নিয়মিত কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। এছাড়া গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, মাথাভাঙ্গা কলেজের গ্রন্থাগার, ফালাকাটা কলেজের গ্রন্থাগার, ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগার, ভূটনীরঘাট পাঠাগার, কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র, প্রভৃতি গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটির সামগ্রিক রুপদানের জন্য যিনি সবসময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন, সুপরামর্শ দিয়েছেন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনার জন্য মূল্যবান অভিমত দিয়ে সাহায্য করেছেন, তিনি হলেন আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায় মহাশয়, তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও সবসময় পাশে থাকা গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করেছে। পাশাপাশি বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা তথা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ মহাশয়। তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণাকর্মকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে যাঁদের কাছ থেকে সুপরামর্শ পেয়েছি তাঁরা হলেন অধ্যাপক মানস মজুমদার, অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক কিশোর কুমার রাঢ়ী, অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম ও অধ্যাপক তপন মণ্ডল মহাশয়। প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। এছাড়াও যাঁদের উৎসাহ ও সুপরামর্শ কোনোভাবেই ভোলার নয়, তাঁরা হলেন ড. গোবিন্দ রাজবংশী,

ড. রঞ্জন রায়, ড. চিত্তরঞ্জন বর্মন, ড. বিপ্লব কুমার সাহা, ড. বিশ্বজিৎ রায়, বন্ধু ড. সুবীর বসাক, ড. কুন্তল সিনহা, সহদেব রায়, ড. কালিপদ বর্মন, সহকর্মী বন্ধু বাসুদেব সাহা, ড. চঞ্চল মণ্ডল, ড. ফুলচান বর্মন ও ড. আশিষ বিশ্বাস। প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

যাঁদের জন্য এই পৃথিবীর আলো দেখা, যাঁদের নিরন্তর আশীর্বাদ পথ চলার পাথেয়, সেই পরম শ্রদ্ধেয় বাবা শ্রী বাবলু সরকার ও মা শ্রীমতি আল্লাদি সরকারের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। সহধর্মিণী অনিন্দিতা আমাকে সবসময় গবেষণাকর্মে উৎসাহিত করেছে। নিজের ব্যস্ততার মধ্যেও প্রুফ সংশোধনের কাজে সাহায্য করেছে। তাঁর প্রতি আমার শুভকামনা রইল। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটির মুদ্রণের কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয় দাদা শ্রী বুবুন কুমার বর্মন। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণার দীর্ঘ যাত্রাপথে আনন্দ পেয়েছি, মাঝে মাঝে মনে হয় নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি।

শেখর সরকার

শেখর সরকার